মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationaboard.gov.bd

জমাকৃত অভিযোগ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

স্মারক নং- ঢাশিবো/বি/এপিএ/অভি:/৯০৪ তারিখ- ৩০/১২/২০২১

বিগত ০১/১০/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ০৬ টি অভিযোগ পাওয়া যায় এবং সেগুলো নিষ্পত্তি করা হয়।

অভিযোগ-১

প্রতিষ্ঠানের নাম: নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকা।

অভিযোগকারীর নাম: সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকা।

প্রাপ্ত অভিযোগ: বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব বহ্নি বেপারী-এর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগসমূহ দাখিল করেন- ১। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমাণ্য করা; ২। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করতে অন্যান্য শিক্ষকদের প্ররোচিত করা এবং নানা কৌশল অবলম্বন; ৩। অসত্য তথ্য উপস্থাপন করা; ৪। শিক্ষকদেরকে একে অপররের বিরুদ্ধে নানা রকম উসকানি দেওয়া ও উত্তেজিত করে তোলা; ৫। নানা রকম ভীতি প্রদর্শন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

গৃহীত ব্যবস্থা: উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। বোর্ডের ১০/১০/২০২১ তারিখে বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযোগসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বরখাস্তকৃত) জনাব বহ্নি বেপারী-কে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক চুড়ান্ত বরখাস্তকরণের সিদ্ধান্তের বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেছে।

অভিযোগ-২:

প্রতিষ্ঠানের নাম: সমিতির হাট এ, কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কালকিনি, মাদারীপুর।

অভিযোগকারীর নাম: সমিতির হাট এ, কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর কতিপয় ছাত্র ও অভভাবকবৃন্দ।

প্রাপ্ত অভিযোগ: অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি যেমন, বিদ্যালয়ের দেয়াল নির্মানের নামে অর্থ আত্মসাৎ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন নিয়ে নানা অভিযোগ, অন্য শিক্ষকদের তাকা কর্তন করে কমিটির মধ্যে ভাগাভাগি, ইত্যাদি। সম্প্রতি নতুন কমিটির সিদ্ধান্তের প্রনয়নের সময় প্রধান শিক্ষক বরাবরের মতো অনিয়ম করেছে। যেমন, এডহক কমিটির নাম আগেই পাঠানোর কথা থাকলেও তিনি পাঠাননি। এলাকার জনগনের মতেসভাপতি পদের জন্য দুজন উপযুক্ত প্রার্থী থাকা স্বত্বেও প্রধান শিক্ষক তাদ্র নাম কমিটিতে রাখতে ভয় পান। এখানে উল্লেখ্য, বর্তমান প্রধান শিক্ষক এবং প্রাক্তন সভাপতি মোহাম্মদ আবুল হাসনাত পলিন সরদার (২০১৭-২০২১) এক সাথে মিলে স্কুলের সকল ধরনের দুর্নীতির সাথে জইত ছিলেন।

গৃহীত ব্যবস্থা: উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিকে বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ একটি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

অভিযোগ-৩:

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাঘিল কে, কে উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, টাঙ্গাইল।

অভিযোগকারীর নাম: মো: লোকমান হোসেন, মোবাইল- ০১৭২৪০৭০২৮৫, NID-৩৭২৩০৭৪৬৭৪।

প্রাপ্ত অভিযোগ: টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলাধীন বাঘিল কে,ক, উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার পদে কর্মরত ক্রমিক নং- ০৮, বর্ণিত জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া এর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-মহোদয়ের স্মারক নং- ঢাশিবো/বি/৬/আএন্ডআ/৫২৮ তারিখ : ০৫/১০/২০২১খ্রি. মোতাবেক আপিল এন্ড আরবিট্রেশন বোর্ড কর্তৃক ১০/১০/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার শুনানীর প্রেক্ষিতে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে মহোদয় বরাবর একটি আবেদনপত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্র ও নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র দাখিল করেন।

অতএব বিনীত প্রার্থনা, দাখিলকৃত আবেদনে বর্ণিত বিষয়ের উপর নথিপত্র পর্যালোচনা করে সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার পদে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়ার পদটি পূর্নবহালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় নিকট জোর সুপারিশ সহ বিনীত অনুরোধ জানানো হলো।

গৃহীত ব্যবস্থা: উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। বোর্ডের ১০/১০/২০২১ তারিখে বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযোগসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্না মিয়া-কে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক চুড়ান্ত বরখাস্তকরণের সিদ্ধান্তের বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেছে। যা বোর্ডের ১০/১১/২০২১ তারিখের পত্র নং-ঢাশিবো/বি/৬/আএন্ডআ/৮১৬ এর মাধ্যেমে ইতিপূর্বে অবহিত করা হয়েছিল। উক্ত অভিযোগটি বোর্ডের ৩০/১২/২০২১ তারিখের ঢাশিবো/বি/৪/টাং/৮৬৪(ক) নং পত্রের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

অভিযোগ-৪:

প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

অভিযোগকারীর নাম: মো: শফিকুল ইসলাম, প্রদর্শক (রসায়ন), উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা ।

প্রাপ্ত অভিযোগ: মো: শফিকুল ইসলাম সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে বিধি মোতাবেক কোন খোরপোষ ভাতা পাননি। সে মোতাবেক মহামান্য হাইকোর্ট সম্পূর্ণ বেতন ভাতা প্রদান করার নির্দেশ দিলেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কোন বেতন-ভাতা প্রদান করেননি। পরবর্তীতে গত ২৫/০৯/২০১৮ তারিখের বোর্ডের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মো: শফিকুল ইসলাম কে সমুদয় বকেয়া বেতন-ভাতা পরেশোধ সহ স্বপদে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বপদে পুনর্বহাল করা হলেও অধ্যবধি প্রাপ্য বকেয়া বেনত-ভাতা পরিশোধ করা হয় নি।

গৃহীত ব্যবস্থা: উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০১/০৭/২০১৭ তারিখ থেকে ৩১/১০/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বরখাস্তকালীন সময়ের বেতন ভাতা অত্র বোর্ডের ২৬৫/ক/অনু/০৯(অংশ-১)/১৪১১ নং পত্রের আলোকে পত্র ইস্যুর তাখি হতে আগামী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরের জমা দেয়ার নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়।

অভিযোগ-৫:

প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা।

অভিযোগকারীর নাম: মো: আলাল হোসেন, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী), উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা।

প্রাপ্ত অভিযোগ: ক। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ব্যয়কৃত কিন্তু প্রদর্শন যোগ্য নয় এমন ব্যয় সমন্বয় করনের একটি প্রাসঙ্গিক ব্যয় ভাউচারে আমার স্বাক্ষর থাকার কারনে গত ২৬/০২/২০১৭ তারিখে মো: আলাল হোসেন (সিনিয়র সহকারী শিক্ষক) সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। যদিও উক্ত ব্যয় বাউচারে মো: আলাল হোসেনের স্বাক্ষর প্রদান এবং ব্যয় করা পুরো অর্থের দায়-দায়িত্ব ব্যয়কালীন প্রধান শিক্ষক লিখিত ভাবে নিজ দায়িত্ব নিয়ে মো: আলাল হোসেন কে দায় মুক্তি দিয়ে প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করেছেন।

খ। ব্যয় কালীন প্রধান শিক্ষকের নিজ হাতে লেখা এবং তারস্বাক্ষরিত উক্ত প্রত্যায়ন পত্র আমলেনা নিয়ে মো: আলাল হোসেন কে গত ২৭/০৯/২০১৭ তারেখের পত্রাদেশ দ্বারা ২৩/০৯/২০১৭ তারিখে চুড়ান্ত বরখাস্ত করা হয়।

গ। অতপর আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্তের জন্য মো: আলাল হোসেন আবেদন করলে চুড়ান্ত বরখাস্তের বিষয়টি অনুমোদেনের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমান বোর্ডে প্রেরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষেকে পত্রা দেম প্রদান করা হয়।

ঘ। মো: আলাল হোসেনের আনীত অভিযোগটি আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে প্রদান করতে ব্যর্থ্ হলে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এর সাথি যোগাযোগ করতে বলা হয়।

ঙ। অতপর মো: আলাল হোসেন উপস্থিত হলে সাময়িক বরখাস্ত কালীন ও বরখাস্ত কালীন সময়ের বেতন-ভাতা দাবী করেত পারবোনা এরুপ কিছু লিখিত স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে বিদ্যালয়ে যোগদান করান।

উল্লেখ্য যে, গভনিং বডির যে, রেজুলেশনের সিদ্ধান্তে মো: আলাল হোসেন কে পূন: বহাল করানো হয় এবং ২৩/০৮/২০১৮ তারিখের রেজুলেশনে সাময়িক বরখাস্ত কালীন ও বরখাস্ত কালীন সময়ে বকেয়া বেতন-ভাতা পরিমোধ করা হবে না মর্মে বা দাবী করতে পারবেনা মর্মে সিদ্ধান্ত নেই।

চ। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের স্বারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩১.০০৭.১৫.৬৯৪, তারিখ মোতাবেক কোন শিক্ষককে ৬০ দিনের বেশী সাময়িক বরখাস্ত রাখা হলে। তিনি বেতন ও অন্যান্য বাতা সমূদয় প্রাপ্য হবেন। ১৯ মাস ২৮ দিন হওয়ায় এবং এ মেয়ে মো: আলাল হোসেন কে ব্যাবসিসটেল এলাউল বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।

গৃহীত ব্যবস্থা: উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। ঢাকা মহানগরীর উত্তরায় অবস্থিত উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ এর সিনিয়র সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) জনাব মো: আলাল হোসেন-এর ০১/০৩/২০১৭ তারিখ হতে ২৩/১০/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বরখাস্তকালীন সময়ের বেতন ভাতা পরিশোধ করার জন্য বোর্ডের ২১/১১/২০২১ তারিখের স্মারক নং-২৬৫/ক/অনু/০৯(অংশ-১)/২৬৮ এর মাধ্যেমে অনুরোধ করে নিষ্পত্তি করা হয়।

অভিযোগ-৬:

প্রতিষ্ঠানের নাম: সরকারী মোল্লারটেক উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা।

অভিযোগকারীর নাম: কাজী সোয়েব উদ্দিন, অধ্যক্ষ, সরকারী মোল্লারটেক উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা।

প্রাপ্ত অভিযোগ: ক। জেলা প্রশাসক, ঢাকা অত্র প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব পাওয়ার পরও সাবেক সভাপতির স্বাক্ষরে তিনি কয়েকটি চেকে টাকা উত্তোলন করেন। ২০১৯ সালের সর্বমোট ৮ মাস শিক্ষক কর্মচারীদের নিকট থেকে বেতনের ৮ ভাগের ১ ভাগকরে বেতন কর্তন করে স্টাফ কাউন্সিলের ফান্ড বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। অধ্যক্ষ শিক্ষকদের ঋণ

উল্লেখ করেন। অধ্যক্ষ শিক্ষকদের ঋণ প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন ইহাতে স্পষ্ট প্রতিয়মান উক্ত টাকা তিনি আত্নসাৎ করেছেন। ২০১৯ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় অনুর্ত্তীন ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেন। তা তদন্ত কমিটির প্রাপ্ত তদন্তে অর্থ আত্নসাতের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

খ। উপ পরিচালক (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা) ৩১/০৮/২০১৯ ইং তারিখে স্মারক নং-মাইশি/ঢাঅ/২১১/১৬৭৮ এর মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হয়।

গ। দুর্নীতির কারনে জে.এস.সি, এস.এস.সি, এইচ.এস.সি মূল কেন্দ্র বাতিল করা হয়।

ঘ। কাজী সোয়েব উদ্দিন, অধ্যক্ষ হিসেবে থাকা অবস্থায় অবৈধভাবে দুষ্ট চক্রের ছত্র ছায়ায় কাজী সোয়েব উদ্দিন কে প্রতিষ্ঠানের বাহিরে রেখে অত্র প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় করণ করার সময় মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে অধ্যক্ষ পদ শূন্য দেখান।

ঙ। প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের টাকা চেকের মাধ্যমে পাশ করে নিজের ব্যক্তিগত একাউন্টে রেখে আাত্নসাৎ করেন।

চ। প্রতিষ্ঠানের জাতীয় করনের জনবল কাঠামোতে শিক্ষক-কর্মচারী তালিকা প্রদানে যথাযথ নিয়ন অনুসরণ না করে অবৈধ ভাবে নিয়োগ প্রকৃয়া চালান।

গৃহীত ব্যবস্থা: উক্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটিকে প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ১৫(পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। যা অভিযোগকারীকে বোর্ডের ০৭/১২/২০২১ তারিখের পত্র নং-১৩৭/ক/স্বী:/০৭/(অংশ-১)/২৯৭ এর মাধ্যেমে অবহিত করা হয়েছে।

৩০/১২/২০২১

প্রফেসর মোহাম্মদ আবুল মনছুর ভূঞা
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় পরিদর্শক
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রণয়ন কমিটি
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।